বজলুর রহমান স্মারক বক্তৃতা

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির দ্বি-বার্ষিক সম্মেলন, ৮ এপ্রিল ২০১০

অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে দারিদ্র নিরসনের জন্যে অর্থায়নে সকলের অংশগ্রহণের তাগিদ

ড. আতিউর রহমান
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রয়াত প্রখ্যাত সাংবাদিক বজলুর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি কর্তৃক আয়োজিত তাঁর নামে স্মারক বক্তৃতাটি দেবার জন্যে আমাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আমাকে ধন্য করেছেন । আমার জন্যে এ এক বিরল সুযোগ । জনাব বজলুর রহমানের সাথে আমার যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল, সে তুলনায় তিনি চলে যাবার পর আমার লেখনির মাধ্যমে খুব সামান্যই আমি তাঁকে স্মরণ করতে পেরেছি । সেই অপরাধবোধ থেকেও আমি তাঁর পূন্য স্মৃতি স্মরণ করবার সুযোগ খুঁজছিলাম । বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির কাছে আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ সেই বিরল সুযোগটি করে দেবার জন্যে । জনাব বজলুর রহমান তাঁর সুউচ্চ পেশাদারিত্ব, বাস্তববাদিতা এবং প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সাংবাদিকতা পরিমন্ডলে কিংবদন্তীতুল্য ছিলেন । এক সময়ের তরুণ, কিন্তু আজ প্রায় প্রবীন সাংবাদিকদের এক বড় অংশ তাঁকে দীক্ষাগুরু হিসেবেই মানতেন । তাই তাঁদের পেশাগত জীবনে তাঁকে এখনো সশ্রদ্ধ চিত্তে মনে রেখেছেন । সাংবাদিকতার জগৎ এবং রাজনীতিতে তাঁর সমসাময়িক সতীর্থ ও অনুসারীদের প্রায় সকলেই তাঁকে একজন উষ্ণ হৃদয়ের প্রজ্ঞাবান মানুষ হিসেবেই মনে রেখেছেন । সমকালীন ঘটনা প্রবাহকে তিনি সর্বদাই নৈতিক ও ন্যায্য চোখেই সুতীক্ষ্ণভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন বলে তারা মনে করেন । তাঁর এই নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গিকে তাই বলে সামাজিক বিষয়গুলোর প্রতি নিস্পৃহতা বা উপেক্ষার মনোভাব বলে মনে করা সঠিক হবে না । প্রগতিশীল ভাবনার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ । আর্থ-সামাজিক বঞ্চনা ও বৈষম্য দূর করার প্রশ্নে তিনি ছিলেন অবিচল । তাঁর প্রগতিশীল রাজনৈতিক ও সামাজিক সক্রিয়তার আজীবনের সাথী ছিলেন তাঁর স্ত্রী আজকের মাননীয় কৃষিমন্ত্রী বেগম মতিয়া চৌধুরী ।

জনাব বজলুর রহমানের চলে যাওয়ার কষ্ট আজো আমাদের বুকে বাঁজে । আমার মনে হয়েছে, তাঁকে স্মরণ করে কিছু বলার জন্যে সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয় হতে পারে তাঁর প্রগতিশীল চিন্তা চেতনার সাথে সংগতিপূর্ণ কোনো একটি বিষয় । আর সে কারণেই, আমি তাঁর উদ্দেশ্যে দেয়া এই স্মারক বক্তৃতার বিষয় হিসেবে বেছে নিয়েছি বর্তমান সময়ের উন্নয়ন কৌশলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ধারণা আর্থিক অন্তর্ভূক্তি । বিষয়টি অংশগ্রহণমূলক প্রবৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক বঞ্চনা দূর করার লক্ষ্যে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি কৌশল হিসেবে বিবেচনার দাবী রাখে । আমার ধারনা, জনাব বজলুর রহমান বেঁচে থাকলে এই ধারণাটির প্রতি নিশ্চয় তাঁর সহজাত সমর্থন প্রকাশ করতেন ।

আর্থিক অন্তর্ভূক্তি

বৃহত্তর সামাজিক অন্তর্ভূক্তিরই এক বিশেষ দিকের নাম আর্থিক অন্তর্ভূক্তি । বস্তুতঃ এটি সামাজিকভাবে মানুষকে বাইরে রাখার বিপরীত ধারনা । সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে জোরদার করা এবং তা থেকে সুবিধে গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার আরেক নাম আর্থিক বহির্ভূতকরণ । আর্থিক অন্তর্ভূক্তি না ঘটার পেছনে যেসব কারণ কাজ করে সেসবের মধ্যে রয়েছে দারিদ্র্য সম্পর্কিত নানা বঞ্চনা । যেমনঃ স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সম্পদের মালিকানা থেকে বঞ্চিত হওয়া । এ সব বঞ্চনার কারণে অনেকেই কাজের সুযোগ, আয় রোজগার করার সুযোগ, ঋণ পাবার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকেন । শারিরিক এবং মানসিক প্রতিবন্ধকতা, জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা লিঙ্গঁ বৈষম্যের কারণেও এ বঞ্চনার উদ্ভব হয় । তাছাড়া, দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ ও সংঘর্ষের কারনেও সামাজিক সংঘবদ্ধতা ভেঙ্গেঁ পড়ে এবং সে জন্যে আর্থিক ও সামাজিক বহির্ভূতকরণের (exclusion) উদ্ভব হয় । সেই অর্থে, উন্নত বা উন্নয়নশীল - সকল দেশেই কোনো না কোনো ধরনের আর্থিক ও সামাজিক বহির্ভূতকরণ লক্ষ করা যায় । তবে দেশে দেশে তার মাত্রা ভিন্ন হতে বাধ্য । সে কারনেই, এমনকি উন্নত দেশেও আর্থিক অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি উন্নয়ন নীতিকাঠামোতে স্থান করে নেয় । তবে বাংলাদেশের মতো কম আয়ের দেশে দারিদ্র্য সম্পর্কিত বঞ্চনা ও বহির্ভূতকরণ আরো তীব্র । আর সে কারনেই তা দূর করার জন্যে নীতি উদ্যোগের খুবই প্রয়োজন এবং তা সব দেশের চেয়ে আরো বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় ।

আর্থিক ও সামাজিক অন্তর্ভূক্তির সাথে অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির ধারনাটির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে । অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধিতে সকল মানুষই অংশগ্রহণের সুযোগ পান এবং তা থেকে তারা সুবিধে পান । অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি আয় পুনর্বন্টনের মাধ্যমে সাম্য অর্জনের চেয়ে প্রাগ্রসর হবার সুযোগ লাভের বেলায় সাম্যের ওপর বেশি জোর দিয়ে থাকে । প্রতিযোগিতামূলক দক্ষতার জন্যে প্রনোদনা দেবার প্রয়োজনে খানিকটা 'উপকারী বৈষম্য'কে হয়তোবা এই ধারনা মেনে নিতেও দ্বিধা করে না । উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উদ্ভাবনের পুরস্কার হিসেবে আয়ের বৈষম্য কিংবা উচ্চতর দক্ষতা, শিক্ষা ও ইতিবাচক আচরণ নির্ভর বৈষম্যকে অনেকেই হয়তো মেনে নিতে দ্বিধা করেন না । যারা গতানুগতিক প্রবৃদ্ধির প্রক্রিয়া থেকে ছিটকে পড়েছেন, তাদের সৃজনশীল শক্তির উৎস খুলে দিয়ে যে অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির সূচনা করা যায়, তা স্বভাবতই অনেক বেশি অংশগ্রহণমূলক ও টেকসই হবে । আয় এবং সমৃদ্ধির অন্যান্য সূচকের যেমন মানব উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা এবং পরিবেশের স্থায়িত্বশীলতার বিচারে এই প্রবৃদ্ধি নিশ্চয় অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ।

আমাদের প্রতিদিনের জীবন চলায় আমরা মৌলিক কিছু লেনদেন সেবা যেমন আমানত গ্রহণ, চলতি খরচের জন্যে ঋণের দরকার মেটানো অথবা বিনিয়োগের জন্যে কার্যকরী অর্থের দেয়া-নেয়া এবং হিসেব নিষ্পত্তির প্রয়োজন হয় । আর্থিক অন্তর্ভূক্তি মানে এসব মৌলিক আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ প্রাপ্তি । নগরের অপেক্ষাকৃত সম্পদশালী ব্যক্তিরা ব্যাংক থেকে এসব মৌলিক আর্থিক সেবা ছাড়াও আরো অনেক বর্ধিত আর্থিক সেবা পেয়ে থাকেন । ব্যাংক ছাড়াও ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী এবং পুঁজিবাজার থেকেও তারা এসব সেবা

পেয়ে থাকেন । কিন্তু, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক সেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর গ্রামীণ শাখার সংখ্যা খুবই কম । আকারে ছোট লেনদেন হয় বলে তারা গরিব মানুষকে এসব সেবা দিতে উৎসাহী নয় । তাদের মতে, এসব সেবা দিলে তাদের যথেষ্ট লাভ হয় না । তাছাড়া, গ্রামের প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষগুলোর স্বাক্ষতার হার এখনো বেশ কম । সে কারনেও তাদের পক্ষে প্রচলিত আর্থিক সেবা গ্রহণের সক্ষমতা সীমিত । যারা গ্রাম থেকে নগরে এসে কাজ করেন তাদের আবার স্থায়ী ঠিকানা নেই । সে কারণেও তারা আর্থিক সেবা গ্রহণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হন ।

গ্রাম কিংবা শহরের গরিব মানুষকে সমবায়ের সদস্য করে আর্থিক সেবা দেবার একটা সরকারী উদ্যোগ শুরুতে লক্ষ করা গিয়েছিল । একবার সমবায়ের সদস্য হবার পর বর্তমান সদস্যরা আর নতুন সদস্যদের যুক্ত হতে দিতে চাইতেন না । তাছাড়া এসব সমবায় এক পর্যায়ে 'এলিট'দের নিয়ন্ত্রণে চলে যেতে থাকে । সে কারনেও আর সমবায়ের সদস্য সংখ্যা বাড়েনি । তাছাড়া, যাদের একদম কোনো সম্পদ নেই কিংবা স্বল্প সম্পদ রয়েছে তাদের জন্যে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল একথা দাবি করাও সংগত হবে না ।

তবে সত্তরের দশক থেকে ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানের প্রসার ঘটিয়ে ছোট ছোট ঋণ দিয়ে গরিবের আয় রোজগার বাড়ানোর নানা উদ্যোগ চোখে পড়ে । এর ফলে গরিবের আর্থিক অন্তর্ভূক্তির সুযোগ যে খানিকটা বেড়েছে তা অস্বীকার করার উপায় নেই । একই সঙ্গেঁ, দ্রুত বেশি করে লাভ দেয়ার কথা বলে অনেক প্রতারণামূলক ঋণদাকারী প্রতিষ্ঠানও বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে প্রসার লাভ করেছে । এমন কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করে অনেকেই সর্বশান্ত হয়েছেন । এমন প্রতারণামূলক ঋণ কর্মসূচী বন্ধ করার জন্যে এবং বাদবাকী ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো যাতে ভালোভাবে সততার সঙ্গেঁ পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করতেই বাংলাদেশ সরকার মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) স্থাপন করেছেন । বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর পদাধিকারবলে এই কর্তৃপক্ষের সভাপতি । সেকারণে, এই কর্তৃপক্ষের গ্রহণযোগ্যতা যেমন বেড়েছে তেমনি লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর তত্ত্বাবধানও বেড়েছে । আর তাই এ সব প্রতিষ্ঠানের গ্রহণযোগ্যতাও বেড়েছে । ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানে আমানত সংরক্ষণ, ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ ইত্যাদি লেনদেনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতারা ব্যাংকসহ অন্যান্য প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বৃহত্তর ঋণ গ্রহণের অধিকার তথা আর্থিক সেবা গ্রহণের সক্ষমতা খানিকটা অর্জন করছে ।

ব্যাংক, সমবায় ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের শাখা সম্প্রসারণ সত্ত্বেও দেশের জনসংখ্যার এক বড় অংশ এখনও আর্থিক সেবা থেকে বঞ্চিত । প্রায় এক-পঞ্চমাংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ জনগোষ্ঠী এখনও দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করছে; যাদের অনেককে বয়স ও অন্যান্য শারীরিক অক্ষমতার কারণে ক্ষুদ্র ঋণের আওতায় আত্ম-কর্মসংস্থান সম্ভব নয় । কেবল এই গরীব অংশই নয়, ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের একটি অংশ সফলভাবে চরম দারিদ্র্য থেকে বের হয়ে আসলেও ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বৃহৎ ঋণ গ্রহণের শর্ত পূরণ করতে পারছে না । ফলে তারা একটি 'হারানো মধ্যবর্তী (missing middle) শ্রেণীতে পরিনত হয় । কৃষি ও এসএমই এর মতন প্রবৃদ্ধি-সহায়ক অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে বাজার ব্যর্থতা (market failure) ও বাজার

ব্যবধান (market gap) বিরজামান, যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য হ্রাসকরণ প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করে । এ কারণেই দ্রুত ও অধিকতর অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি (inclusive growth) অর্জন ও দারিদ্র্য নিরসনে সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংক অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির (financial inclusion) নীতি গ্রহণ করেছে ।

আর্থিক অন্তর্ভূক্তির পরিমাপ

আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকে এককভাবে সংজ্ঞায়িত করা না গেলেও বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকে বিবেচনা করা হয় প্রচলিত কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেয়া আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকার ধারণাটির মাধ্যমে । যেমন ঃ

১. বাংলাদেশ ব্যাংকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
২. মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান;
৩. কো-অপারেটিভ সোসাইটি পরিচালিত ঋণ সমবায় প্রতিষ্ঠান;
৪. ইন্স্যুরেন্স রেগুলেটরী অথরিটি পরিচালিত বীমা কোম্পানী;
৫. সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন পরিচালিত মূলধন বাজার প্রতিষ্ঠান যেমন ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক, মার্চেন্ট ব্যাংক ও স্টক এক্সচেঞ্জ;
৬. ডাক বিভাগ পরিচালিত সঞ্চয়, অর্থ স্থানান্তর ও বীমা সেবা;
৭. জাতীয় সঞ্চয় ব্যুরো কর্তৃক ইস্যুকৃত সরকারী সঞ্চয় ইন্সট্রুমেন্ট ।

অন্যদিকে, সেকেন্ডারী ও টারসিয়ারী আর্থিক সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ যেমন বীমা কোম্পানী ও মূলধন বাজার প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাথমিক আর্থিক সেবা গ্রহীতা, বিশেষ করে আমানত গ্রহন, ঋণ প্রদান ও অর্থ স্থানান্তরের ক্ষেত্রে । ফলে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি পরিমাপে এ সকল প্রতিষ্ঠানের দ্বৈত হিসাব পরিহার করতে হবে ।

মূলতঃ দুই ধরনের আর্থিক সেবা; আমানত ও ঋণ সেবা আর্থিক অন্তর্ভূক্তির পরিমাপ হিসাবে বিবেচনা করা হয় । আমানত সেবার বিস্তৃতি (আমানত হিসাবের সংখ্যা/ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান, কো-অপারেটিভ, ডাকঘরের সদস্য সংখ্যা ও মোট জনসংখ্যার অনুপাত) আর্থিক অন্তর্ভূক্তির প্রাথমিক সমন্বিত পরিমাপ । অন্যদিকে, অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে আয়/পেশা/লিঙ্গ ভেদে ঋণ সেবার বিস্তৃতি আর্থিক অন্তর্ভূক্তির অন্যতম মাপকাঠি যা প্রবৃদ্ধি অর্জন ও দারিদ্র্য মোকাবেলায় গুরুত্বপূর্ণ । এই পরিমাপ মূলতঃ গুনগত যা ব্যবধান (gap), বহির্ভূতকরণ (exclusion) ও আর্থিক সেবা গ্রহনের প্রতিবন্ধকতার মানদন্ডে হিসাব করা হয় ।

বাংলাদেশে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি বিস্তৃতির ক্ষেত্রে অগ্রগতি

স্বাধীনতা পরবর্তীকালে

১. ব্যাংকের শাখা পল্লী অঞ্চলে সম্প্রসারণ; সকল স্থানীয় ব্যাংককে জাতীয়করণ;

২. সমবায়ভিত্তিক ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলো কর্তৃক তাদের সদস্যদের আমানত ও ঋণ সেবা প্রদান

দেখা যায়, গ্রামের অবস্থা সম্পন্ন ক্ষমতাবানরাই এ সকল সুযোগ থেকে উপকৃত হয়েছে । কিন্তু দেশের অগনিত, অশিক্ষিত গরীব মানুষের ভাগ্যোন্নয়ন হয়নি । পরবর্তীতে বেশ কিছু ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান এই অচলায়তন ভেঙ্গে আর্থিক সেবা দরিদ্র মানুষের দোরগোড়ায় পৌছানোর চেষ্টা করেছে । অবশ্য তাদের অনেকের কর্মসূচি মহিলাদের লক্ষ করে করা হয়েছে এই বিবেচনায় যে, পরিবারে মহিলারা আর্থিকভাবে শক্তিমান হলে প্রচলিত পুরুষ শাসিত পরিবারে নারীর ক্ষমতায়ন ও সর্বোপরি সন্তানদের লেখাপড়াসহ যাবতীয় বিষয়ে মহিলাদের মতামত অগ্রাধিকার পাবে । ক্ষুদ্র ঋণের পাশাপাশি এ সব প্রতিষ্ঠান সাম্প্রতিক সময়ে খুবই সীমিত আকারে গরীব জনগোষ্ঠীর জন্য সহনীয় প্রিমিয়ামে মাইক্রো ইন্স্যুরেন্স প্রবর্তন করেছে, যার আওতায় স্বাস্থ্য, দূর্ঘটনা ও সম্পদহানির মতন ঝুঁকিসমূহ অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে । এই ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানসমূহ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানীগুলির সাথে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে প্রিমিয়াম সংগ্রহ করছে । ফেব্রুয়ারী ২০০৭ সালের এক জরীপে (CGAP's microfinance gateway; www.microfinancegateway.org) দেখা যায়, ১০টি ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী ৬১টি ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের সাথে অংশীদার হয়ে ৮১টি ক্ষুদ্র বীমা পলিসি চালু করেছে । এ পর্যন্ত ৪৫ লক্ষ গ্রাহকের কাছ থেকে প্রায় এগারোশ কোটি টাকার মতো প্রিমিয়াম সংগ্রহ করেছে ।

অবশ্য দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণের সফলতার বিষয়ে বিভিন্ন গবেষণায় এবং সংবাদপত্রে অনেক সময় ঋণ গ্রহীতাদের ঝুঁকি ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সুশৃংখল ঋণ ব্যবস্থাপনার দূর্বলতার চিত্র উঠে আসে, যা সংশোধনের প্রয়োজন আছে । তাছাড়া, ক্ষুদ্র ঋণের কার্যকরী সুদের হার নিয়েও সমালোচনা রয়েছে । ক্ষুদ্র ঋণের অপর একটি সমালোচনা হলো, এর মাধ্যমে অতি দরিদ্র বিশেষ করে যারা বয়স অথবা অন্য কারণে আয়-উৎসারী কর্মকান্ডে অক্ষম তাদের জন্য কোন ব্যবস্থা নেই । এ সব জটিলতা সত্বেও ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ও দারিদ্র্যের অভিশাপ থেকে মুক্তির যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে তার বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না । তবে যে সব সমালোচনা উঠেছে সেসবের দ্রুত সুরাহা করতে না পারলে ক্ষুদ্র ঋণের গ্রহনযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাবে ।

ক্ষুদ্র ঋণের ন্যায় আর্থিক অন্তর্ভূক্তিমূলক সৃজনশীল সামাজিক উদ্ভাবন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে একটি অন্তর্ভূক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জন উৎসাহিত করে । উদাহরন স্বরূপঃ এসএমই অর্থায়ন সৃজনশীল উদ্যোক্তাদের হাল্কা প্রকৌশল শিল্পের প্ল্যান্ট স্থাপন; নির্মাণ, পরিবহন ও কৃষিখাতের খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদন ও সরবরাহে উৎসাহ যোগাবে, যা আমদানি নির্ভরতা কমিয়ে দেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের উপর চাপ কমাবে ।

ব্যাংক, সমবায় ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানে আমানত হিসাব খোলার হার ধীর গতিতে বাড়ছে । এখন পর্যন্ত প্রায় ২৫ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যা আনুষ্ঠানিক আর্থিক সেবার আওতা বহির্ভূত আছে যাদের কাছে পৌছানো কষ্টকর । কার্যতঃ ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠানের ঋণ গ্রহীতা ও ব্যাংকের ঋণ গ্রহীতা এই দুই শ্রেণীর মধ্যে একটি 'হারানো মধ্যবর্তী (missing middle) শ্রেণী রয়েছে যারা ঋণের প্রবেশাধিকার থেকে বঞ্চিত । ক্ষুদ্র কৃষক, বর্গাচাষী ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা মূলতঃ এ শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত । তাছাড়া, অর্থনীতির বিভিন্ন খাত যেমন কৃষি, গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও পরিবেশ বান্ধব বিনিয়োগ (যেমন সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ইত্যাদি) এখন পর্যন্ত প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সহায়তা প্রাপ্তি থেকে পিছিয়ে আছে ।

বাংলাদেশ ব্যাংক ও বর্তমান সরকার আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ব্যাপকতর করতে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে । কৃষি ও এসএমই খাতে মোট ঋণের পরিমান উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধিসহ (কৃষি খাতে ১১,৫০০ কোটি টাকা এবং এসএমই খাতে ২৪,০০০ কোটি টাকা বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন) বাংলাদেশ ব্যাংক ইতিমধ্যে যুগোপযোগী কৃষি ও এসএমই নীতিমালা প্রণয়ন করেছে । বাংলাদেশ ব্যাংকের পুনঃঅর্থায়ন (রিফাইন্যান্স) কর্মসূচির পরিধিও বিস্তৃত করা হয়েছে । এসএমই খাতে হাজার কোটি টাকার পূনঃঅর্থায়ন ছাড়াও এই প্রথম বারের মতন শুধুমাত্র বর্গাচাষীদের জন্য ৫০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি প্রবর্তন করা হয়েছে । গ্রীন ব্যাংকিং বা পরিবেশ বান্ধব ব্যাংকিং এর আওতায় সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ও বর্জপরিশোধন প্লান্টে বিনিয়োগের জন্য ২০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন কর্মসূচি চালু করা হয়েছে । দেশের আনাচে-কানাচে গ্রামীণ জনপদের সাধারণ মানুষের কাছে ব্যাংকিং সেবা পৌছাতে ব্যাংকগুলোর গ্রামীণ শাখা খোলার উপর জোর দেয়া হয়েছে (প্রতি ৫টি শাখার মধ্যে একটি অবশ্যই পল্লী শাখা হতে হবে) । ব্যক্তি খাতের ব্যাংকসহ সকল ব্যাংকই বর্তমানে গ্রামীণ শাখা খোলার জন্যে আগ্রহ দেখাচ্ছে । চলতি বছর ব্যাংকগুলো শাখা খোলার জন্য যে আবেদন করেছে তার প্রায় ৬৭ শতাংশই গ্রামীণ শাখার জন্যে করা হয়েছে । কৃষি উৎপাদনে ঝুঁকি মোকাবিলায় শস্য বীমা ব্যাপকভিত্তিতে চালুর বিষয়টি সরকার খাদ্য নীতির অন্তর্ভূক্ত করেছে ।

মানবিক ব্যাংকিং এর আওতা সম্প্রসারণে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির Corporate Social Responsibility (CSR) কার্যক্রম বাধ্যতামূলক করা হয়েছে । এই সংক্রান্ত একটি নীতিমালা শীঘ্রই ঘোষণা করা হবে । অর্থনীতির অন্যতম শক্তি বৈদেশিক মূদ্রার রিজার্ভ শক্তিশালী করতে অফিসিয়াল চ্যানেলে রেমিটেন্সের অন্তঃপ্রবাহ বৃদ্ধির উদ্যোগ নেয়া হয়েছে । প্রবাসীদের প্রেরিত রেমিটেন্স দেশের সর্বত্র স্বল্প সময়ে পৌছানোর জন্য এনজিও লিংকেজ, মোবাইল নেটওয়ার্কসহ আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তির সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করা হয়েছে । অটোমেটেড ক্লিয়ারিং হাউজ পুরোদমে চালু হলে চেকের লেনদেন স্বল্প সময়ে সম্পন্ন হবে, যা আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ত্বরান্বিত করবে । তাছাড়া, সরকারের ডাক বিভাগের মাধ্যমে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে রেমিটেন্স দ্রুত পৌছানোর ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

কৃষকদের জন্য সরকার প্রদত্ত সার, বীজ, জ্বালানী ও অন্যান্য কৃষি উপকরণ সহায়তা সরাসরি কৃষকের ব্যাংক একাউন্টে স্থানান্তরের সুবিধার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক সকল রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের গ্রামীণ

শাখায় ১০/- টাকায় কৃষক একাউন্ট খোলার নির্দেশ দিয়েছে । ইতিমধ্যে প্রায় ৭৫ লাখ কৃষক নতুন ব্যাংক একাউন্ট খুলেছে । এছাড়া বেসরকারী খাতের ব্যাংকগুলোকেও তাদের পল্লী শাখায় কৃষক একাউন্ট খোলার তাগিদ দেয়া হয়েছে । আশা করা যায় কৃষকদের একাউন্টে ভর্তুকিসহ নানাবিধ লেনদেন সার্বিক আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকে বেগবান করবে ।

অতি সম্প্রতি বাংলাদেশ ব্যাংকের নেতৃত্বে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের অংশগ্রহণে টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া পর্যন্ত দেশব্যাপী রোড শো সাধারন মানুষের মধ্যে ব্যাংকিং সেবা বিশেষ করে আমানত, এসএমই ঋণ, অবৈধ পথে অর্থপাচার প্রতিরোধ ও বৈধ পথে রেমিটেন্স বিষয়ে ব্যাপক সচেতনা ও আগ্রহ সৃষ্টি করেছে, যা দেশের আপামর জনসাধারনকে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে অগ্রনী ভূমিকা পালন করবে ।

এছাড়া, পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রম, এসএমই ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে এসএমই খাতে ঋণ প্রবাহ অব্যাহত রাখতে সরকার প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দ রেখেছে । একই ভাবে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আবাসন প্রকল্প যেমন গৃহায়ন, আশ্রয়ন ইত্যাদি প্রকল্পে সরকারের অর্থ বরাদ্দ রয়েছে ।

যা করণীয়

আর্থিক অন্তর্ভূক্তিকরণে এ যাবত কালের অগ্রগতি আশাব্যাঞ্জক । প্রচলিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আমানত সেবার আওতায় প্রায় তিন-চতুর্থাংশ প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যা এসেছে । তবে ঋণ সেবাসহ অন্যান্য আর্থিক সেবায় প্রবেশাধিকার এখনও সীমিত রয়েছে । ছোট আকারের ঋণ ব্যবস্থাপনায় ব্যয় বেশী বিধায় সুদের হার/সার্ভিস চার্জ উচ্চ মাত্রায় রয়েছে । এ ক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার; ব্যাংকের নেতৃত্বে স্মার্ট কার্ড/মোবাইল ফোনভিত্তিক লেনদেন ছোট আকারের ঋণ ব্যবস্থাপনার খরচ কমিয়ে আনতে সহায়ক হবে । যেহেতু দেশে মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, যা মোট প্রাপ্ত বয়স্ক জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক, সুতরাং ঋণের ছাড়করণ ও আদায়ে তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা খরচ কমিয়ে আনবে এবং বর্তমানে বাদপড়া ব্যক্তিবর্গ ও ব্যবসাকে উৎপাদন কর্মকান্ডের জন্য ঋণ গ্রহণে সক্ষমতা বাড়াবে এবং ঝুঁকিও কম থাকবে।

আর্থিক অন্তর্ভূক্তি সম্প্রসারণে বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান নীতি হলো ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান ও মোবাইল ফোন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে একটি cost-saving partnership গড়ে তোলা । এ ক্ষেত্রে সম্ভাব্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হচ্ছে । এ ধরনের অংশীদারিত্বমূলক কিছু কিছু প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে এবং কয়েকটি ইতিমধ্যে কার্যক্রম শুরু করেছে । রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বেশ কিছু সেবা সংস্থা অনেকদিন ধরেই তাদের বিল মোবাইল ফোন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংগ্রহ করছে; যা গ্রাহকদের সময় অপচয় ও নানাবিধ বিড়ম্বনা থেকে রেহাই দিচ্ছে । একই ধরনের তথ্যপ্রযুক্তিভিত্তিক সেবা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতায় প্রাপ্ত বিভিন্ন ভাতা, অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন, বেসরকারী স্কুল শিক্ষকদের ভাতা ও কৃষকের ভর্তূকি প্রদানে স্বচ্ছতা ও পরিপূর্ণতা আনবে এবং সর্বোপরি, আর্থিক অন্তর্ভূক্তি ব্যাপকতা লাভ করবে ।

উপসংহার

যুগোপযোগী উন্নত সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত দরিদ্র মানুষদের আর্থিক অন্তর্ভূক্তি দারিদ্র্য মোকাবেলায় ভূমিকা রাখতে পারে। ব্যাংক, সমবায় ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রতিষ্ঠান সম্প্রসারণের পরবর্তী পদক্ষেপ হবে আর্থিক সেবায় আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি সমৃদ্ধ cost-saving কৌশল উদ্ভাবন ও তার প্রয়োগ, যাতে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে বিরজমান ব্যবধানটা আরো কমে আসে।

এ কথা ঠিক যে, আর্থিক অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন সবার জন্য একবারেই নিশ্চিত হয়ে যাবে এমন নয়। প্রাকৃতিক কিংবা মানবসৃষ্ট নানাবিধ বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জনগোষ্ঠী প্রায়শঃই দুর্ভোগের শিকার হয়। এমনকি দারিদ্রের সংজ্ঞাও একটি তুলনামূলক বিষয়। একটি স্বচ্ছল সমাজেও বিরজমান অতিমাত্রার অসাম্য সুবিধা বঞ্চিত মানুষদের সামাজিক ও আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। এই কারণেই এমনকি উন্নত অর্থনীতিতেও সামাজিক নীতি কাঠামোতে আর্থিক অন্তর্ভূক্তির বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ।

তবে, আর্থিক অন্তর্ভূক্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রগতি যে চোখে পড়ার মতো সে কথাও অস্বীকার করার উপায় নেই। নিঃসন্দেহে, এর মাধ্যমে দারিদ্র্য নিরসনের মাত্রা বেগবান হবে। কিন্তু, সার্বিকভাবে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক কাঠামো দরিদ্র-সহায়ক না করা গেলে দারিদ্র্য নিরসনে পুরোপুরি সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয়। তবুও আমাদের চেষ্টা করে যেতে হবে অপেক্ষাকৃত বঞ্চিতদের জন্যে কি করে ভরসার পরিবেশ তৈরী করা যায়।

কবি গুরু রবি ঠাকুরের ভাষায়, "সকল দেশেই গরিব বেশি, ধনী কম। তাই যদি হয় তবে কোন দেশকে বিশেষ করিয়া গরিব বলিব। এ কথার জবাব এই, যে দেশে গরিবের পক্ষে রোজগার করিবার উপায় অল্প, রাস্তা বন্ধ। যে দেশে গরিব ধনী হইবার ভরসা রাখে সে দেশে সেই ভরসাই একটা মস্ত ধন। আমাদের দেশে টাকার অভাব আছে, এ কথা বলিলে সবটা বলা হয় না। আসল কথা, আমাদের দেশে ভরসার অভাব। .... এ জন্যই আমাদের দেশে সকলের চেয়ে দরকার, হাতে ভিক্ষা তুলিয়া দেয়া নয়, মনে ভরসা দেয়া।" (রবীন্দ্র রচনাবলী, চর্তুদশ খন্ড পৃ. ৩১৩)